দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...23 MAY 2015...
পৃষ্ঠা ১৫ ... কলাম ৪ ...

ভাঙনের মুখে সরইপাড়া প্রাইমারি স্কুল

৯ বছরে চার বার স্থানান্তরিত

■ অভিজিৎ ঘোষ, ডুঞাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

সরইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যমুনা নদী থেকে মাত্র ১৫ গজ দূরে। ডুঞাপুর উপজেলার সরইপাড়া গ্রামে বিদ্যালয়টি থাকার কথা থাকলেও প্রমত্তা যমুনা নদীর অব্যাহত ভাঙনে সেটি গোবিন্দাসী ইউনিয়নের জিগাতলার গাইড বাঁধ সংলগ্ন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বিবিএ) জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

জানা যায়, সরইপাড়া সরকারি বিদ্যালয়টি গাবসারার সরইপাড়া গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল। অব্যাহত ভাঙনের কারণে বিদ্যালয়টি গত ৯ বছরে ৪ বার স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালে ভাঙনের কবলে পুরোগ্রাম বিলীন হয়ে যায় নদীগর্ভে। ওই বছর বিদ্যালয়টি গোবিন্দাসীর জিগাতলার গাইড বাঁধ সংলগ্ন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জায়গায় একটি টিনের ঘর নির্মাণ করে কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু সেখানেও প্রমত্তা যমুনা হানা দিয়েছে। যমুনা থেকে মাত্র ১৫ গজ দূরে স্কুলটি। যে কোন সময় যমুনায় ভেঙে পড়তে পারে স্কুলটি। বার বার স্কুলটি স্থানান্তরিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা সব মিলিয়ে ১৬৫ জন। ঘন ঘন ঝড় ও বৃষ্টির কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নামে মাত্র।

সরইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুজ্জামান বাবলু বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়টি মেরামতের জন্য উপজেলা প্রশাসন বরাবর একটি আবেদন করা হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শীর মোহাম্মদ জাহিদুল কবীর তুহিন বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সরইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাঠানো হয়েছে।

ইউএনও মোহাম্মদ হেলালুজ্জামান সরকার বলেন, খুব দ্রুতই ভাঙনের হাত থেকে বিদ্যালয়টি রক্ষা এবং সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।